গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর
কাজী আলাউদ্দিন রোড, ঢাকা।

"মুজিববর্ষের প্রতিশ্রুতি
সেবা, ত্যাগ ও অগ্রগতি"

অংশীজনের সঙ্গে শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন বিষয়ে মতবিনিময় সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি : মোঃ হাবিবুর রহমান, পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)
ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, ঢাকা।
তারিখ : ২৮-০৩-২০২১ খ্রিঃ।
সময় : ১০.০০ ঘটিকা।
স্থান : ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষ।
সভায় উপস্থিত অংশীজন/ সেবাগ্রহীতাদের নামের তালিকাঃ পরিশিষ্ট 'ক'।

অংশীজনের সঙ্গে শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন শীর্ষক মতবিনিময় সভায় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভাপতি সভার কার্যক্রম আরম্ভ করেন। ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর সরকারের একটি সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠান। দুর্জয় সাহস, অমিত মনোবল আর দৃঢ় প্রত্যয়ে গতি, সেবা ও ত্যাগের মূলমন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে এই প্রতিষ্ঠানের কর্মীগণ সর্বদা মানব সেবায় নিয়োজিত। প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট সকল দুর্যোগে সরকারের প্রথম সাড়াদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে এ অধিদপ্তর।

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের পরিচালক (অপারেশন ও মেইনটেনেন্স), লেঃ কর্ণেল মোঃ জিল্লুর রহমান, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সম্পর্কে আলোচনাকালে উল্লেখ করেন অগ্নিনির্বাপণ, দুর্ঘটনা কবলিতদের উদ্ধার ও চিকিৎসালয়ে স্থানান্তর, অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস, অগ্নি দুর্ঘটনা, উদ্ধার ও ভূমিকম্পে ক্ষয়ক্ষতি রোধকল্পে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে শপিংমল, হাটবাজার, বিপণিবিতান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বহুতল/বাণিজ্যিক ভবন, হাসপাতাল/স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও বস্তি এলাকায় ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর কর্তৃক মহড়া পরিচালনা করা হয়। দুর্ঘটনা-দুর্যোগ তাৎক্ষণিকভাবে মোকাবিলার জন্য দেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় টহল কার্যক্রম পরিচালনা, ওয়্যারহাউজ, ওয়ার্কশপের অগ্নি প্রতিরোধ ও নির্বাপণ ব্যবস্থা বাস্তবায়নপূর্বক ফায়ার লাইসেন্স প্রদান, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অগ্নি নিরাপত্তা ব্যবস্থাদি জোরদারকরণে পরিদর্শন ও আবেদনের প্রেক্ষিতে অগ্নি নিরাপত্তা ব্যবস্থাদি নিশ্চিত সাপেক্ষে ছাড়পত্র প্রদান, ফায়ার লাইসেন্স ও অন্যান্য বাবদ রাজস্ব আদায়, ফায়ার রিপোর্ট প্রদান, সার্ভে ও মহড়া পরিচালনা করা হয়। ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর এ সকল কাজের পাশাপাশি কিছু উত্তম চর্চা অনুশীলন করে থাকে। ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর বিভিন্ন উত্তমচর্চা কিভাবে অনুশীলন করা হয় সেসব বিষয় অবগতকরণের লক্ষ্যে অংশীজন/ সেবাগ্রহীতাদের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। যা নিম্নরূপ:

(ক) বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়ক ও স্থাপনাসমূহে জীবাণুনাশক ছিটানো:
করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) ইতোমধ্যে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছে। বাংলাদেশেও এ ভাইরাসের আক্রমণে প্রায় নয় হাজার মানুষের মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। ভ্যাকসিন আবিষ্কার হলেও এদেশে সকলকে টিকা না দেয়া পর্যন্ত বিস্তার নিয়ন্ত্রণ করাই এখন পর্যন্ত রোগটি প্রতিরোধের একমাত্র উপায় বিধায় বিস্তাররোধে অধিদপ্তরের গৃহীত কর্মপরিকল্পনার অংশ হিসেবে সারাদেশে পানিবাহী গাড়ি ও ২য় কল গাড়িতে পানির ট্যাংক স্থাপন করে শহর ও নগরের রাস্তাঘাট এবং আবাসিক এলাকায় পানির সাথে জীবাণুনাশক ছিটানো কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

(খ) রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবিরে উদ্ধার ও দুর্যোগ বিষয়ক প্রশিক্ষণদান:
মানবিক কারণে মিয়ানমার থেকে আগত রোহিঙ্গা শরণার্থীদের বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন আশ্রয় শিবিরে আশ্রয় দিয়েছে। রোহিঙ্গা শরণার্থীদের সহায়তায় ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্তে উখিয়ার কুতুপালং এবং টেকনাফে মোট ০২টি স্যাটেলাইট স্টেশন চালু করে যেগুলো অদ্যাবধি ৩৪টি অগ্নিকান্ড ও ০২টি দুর্ঘটনাসহ মোট ৭৭ টি অগ্নিকান্ড, ২টি পাহাড় ধস, ০৮টি সড়ক দুর্ঘটনা, ২টি নৌ দুর্ঘটনা এবং অন্যান্য ১৭টি দুর্ঘটনায় সাড়া দেয়াসহ ৯০৩ জন আহত/ অসুস্থ শরণার্থীকে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এর অ্যাম্বুলেন্সযোগে হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে। সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ফায়ার সার্ভিস কর্তৃক রোহিঙ্গা ক্যাম্পে বসবাসকারী ৩১১০ জন শরণার্থীকে দুর্যোগ প্রতিরোধে করণীয় বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। শরণার্থীদের বায়োমেট্রিক নিবন্ধনকালে ফায়ার সার্ভিস ১৮টি জেনারেটরের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করেছে। শরণার্থীদের প্রতি ফায়ার সার্ভিস এর এরূপ স্বতঃস্ফূর্ত সহায়তা সকল মহলে প্রশংসিত হয়েছে।

(গ) সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে সেবাগ্রহীতাদের প্রতিক্রিয়া, অভিযোগ-অনুযোগ ও মতামত জানা:
ডিজিটালাইজেশনের এই যুগে পিছিয়ে না থেকে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম বিশেষত ফেসবুকের সাথে নিজেকে যুক্ত করেছে। এ অধিদপ্তরের আওতাধীন মাঠ পর্যায়ের দপ্তরগুলোও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে সেবা গ্রহীতাদের প্রতিক্রিয়া, সেবা সহজীকরণে নতুন নতুন আইডিয়া, অভিযোগ-অনুযোগ ও মতামত বিশ্লেষণ করে সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের সুবিধা কাজে লাগাচ্ছে। পাশাপাশি ফেসবুক ম্যাসেঞ্জারের ভিডিও কলিং সুবিধা ব্যবহার করে অপারেশনাল কাজে উর্ধ্বতন ও বিশেষজ্ঞদের নিকট হতে পরামর্শ নেয়া হচ্ছে। এছাড়া অধিদপ্তরের অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা বক্সে অভিযোগ দাখিলের জন্য ফরম দেয়া আছে, কোন অভিযোগ থাকলে নির্ধারিত ফরম অনুযায়ী অভিযোগ দাখিলের সুযোগ রয়েছে এবং নির্ধারিত সময়ে অভিযোগ বক্স পরিবীক্ষণ করে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

(ঘ) সড়ক ও নৌ-দুর্ঘটনায় দ্রুত সাড়াদানে ৯০টি ঝুঁকিপূর্ণস্থানে টহল ইউনিট মোতায়েন:
বর্তমানে সড়কপথ ব্যবহারকারীদের নিকট দুর্ঘটনা একটি দুর্যোগ হিসেবে দেখা দিয়েছে। জীবনের তাগিদেই মানুষ একস্থান হতে অন্যস্থানে গমনাগমন করে আর এ দেশে গমনাগমনের অন্যতম মাধ্যম হলো সড়কপথ। ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর যে কোন সড়ক দুর্ঘটনা সংঘটিত হবার পর উদ্ধারকাজে নিয়োজিত হয়। সড়ক দুর্ঘটনায় বর্তমানে প্রতিবছর মৃত্যুহার ৬০% এর অধিক। স্টেশনের সংখ্যা

সীমিত হওয়ায় দ্রুত সাড়াদান নিশ্চিতকল্পে গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন সড়ক/ মহাসড়কের ৯০টি স্থানে আধুনিক সাজসরঞ্জামে সজ্জিত উদ্ধার যান ও অ্যাম্বুলেন্স ইউনিট মোতায়েন আছে। তাছাড়া, ঈদ-পার্বনে আরো টহল ইউনিট বহরের সাথে যুক্ত হয় যারা দুর্যোগে কাজ করার পাশাপাশি বিভিন্ন সড়ক ও নৌ টার্মিনালে গাড়ির গতিবেগ সীমিত রাখার জন্য প্রচার-প্রচারণাও চালিয়ে থাকে।

(ঙ) আটকে পড়া পোষা বা বিরল প্রজাতির পশু-পাখি উদ্ধার:

কেবল অগ্নিকান্ড, সড়ক ও নৌ দুর্ঘটনা বা ভূমিকম্পের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগে আক্রান্ত হলেই নয়, ছোট ছোট ঘটনায়ও ছুঁটে গিয়ে প্রাণ বাজি রাখছেন ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের উদ্যোমী কর্মীগণ। হোক সেই পশু-পাখি আর হোক মানুষ। রাজশাহীতে তারে জড়িয়ে যাওয়া বসন্ত বাউরি উদ্ধার, বগুড়ার ধূনটে পরিত্যক্ত কূপে পড়ে যাওয়া ছাগল উদ্ধার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গাছ হতে আহত বাজ পাখি উদ্ধার, লালবাগে ওয়াটার রিজার্ভার ট্যাংকে পড়ে যাওয়া কোরবানীর পশু উদ্ধার, বহুতল ভবনের কার্নিশ হতে পোষা বিড়াল উদ্ধার প্রভৃতি নজর কেড়েছে এলাকাবাসীর। তারা জীবের প্রতি এ ধরণের সহমর্মিতা ও সদয় হওয়ায় ফায়ার সার্ভিস ও তাদের কর্মীদের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

(চ) স্থানীয় প্রশাসনের সহায়তায় আকস্মিক বন্যায় উদ্ধার কার্যক্রম ও ত্রাণসামগ্রী বিতরণ:

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের স্থানীয় ইউনিট ও ওয়াটার রেসকিউ ইউনিট সমন্বিতভাবে বন্যা পরিস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকসহ স্থানীয় প্রতিনিধিদের সাথে সমন্বয়পূর্বক উপদ্রুত এলাকায় উদ্ধার কাজ পরিচালনার পাশাপাশি বিশুদ্ধ পানি, পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট ও ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করে। ফলে দুস্থ মানুষের নিকট ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স আস্থা ও নির্ভরতার প্রতীক হিসেবে দেখা দেয়।

(ছ) বর্ষায় পাহাড়ধসের ক্ষয়ক্ষতি মোকাবিলায় গণসচেতনতা বৃদ্ধি:

অতি বৃষ্টি ও মানব কর্মকান্ড জনিত কারণে অনেক সময় পাহাড়ধসে পাহাড়ি এলাকার জনগোষ্ঠীর ব্যাপক প্রাণহানি ঘটে। সেসকল ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসকরণের লক্ষ্যে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকসহ স্থানীয় প্রতিনিধিদের সাথে সমন্বয়পূর্বক পাহাড়ি এলাকার জনগোষ্ঠীর মাঝে গণসচেতনতা বৃদ্ধির কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। পাশাপাশি ঝুঁকিপূর্ণ স্থান হতে তাদের নিরাপদ আশ্রয়ে নেয়া এবং পুনর্বাসনের কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়ে থাকে।

(ঝ) অফিসের প্রবেশদ্বারে সাবান ও হ্যান্ড স্যানিটাইজার দ্বারা জীবাণুমুক্তকরণের ব্যবস্থা করা:

স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে করোনা ভাইরাসের প্রকোপ থেকে রক্ষা পেতে অধিদপ্তরে আগত দর্শনার্থী ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সুরক্ষা নিশ্চিতকল্পে অফিসের প্রবেশদ্বারে সাবান/হ্যান্ডওয়াশ ও হ্যান্ড স্যানিটাইজার দ্বারা বাধ্যতামূলকভাবে জীবাণুমুক্তকরণ করা হচ্ছে। তাছাড়া অফিসের কার্যক্রম চলাকালীন হ্যান্ড স্যানিটাইজার দ্বারা জীবাণুমুক্তকরণ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

(ঞ) স্বাস্থ্যবিধি মেনে দাপ্তরিক সকল কার্যক্রম পরিচালনা করা:

মূল প্রবেশদ্বারে গাড়ি জীবানুমুক্তকরণে বিশেষ ট্রে স্থাপন, থার্মাল স্ক্যানারে তাপমাত্রা পরীক্ষণ এবং অভ্যর্থনা হতেই হাত ধৌত করে অফিসে প্রবেশ নিশ্চিত করা হয়। এছাড়াও ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের কর্মীগণ কর্তৃক করোনা ভাইরাসের প্রকোপ থেকে রক্ষা পেতে সার্বক্ষণিক ফেস মাস্ক, হ্যান্ড গ্লোভস পরিধান ও হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার করা হচ্ছে।

সমাপনী বক্তৃতায় জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান, যুগ্মসচিব, পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ), ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, ঢাকা উপস্থিত সকলকে বিভিন্ন দুর্যোগ-দুর্ঘটনায় সমন্বিতভাবে কাজ করে সফলতার সাথে মোকাবিলার আহবান জানান। ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স প্রদত্ত বিভিন্ন সেবা ও উত্তম চর্চাসমূহ (Best practices) যথাযথভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার অনুরোধ করেন। পরিশেষে অবহিতকরণ সভায় অংশগ্রহণের জন্য সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কার্যক্রম সমাপ্ত ঘোষণা করেন।

২৮/৩/২০২১

মোঃ হাবিবুর রহমান
পরিচালক (প্রশাসন অর্থ)

স্মারক নং-৫৮.০৩.০০০০.০২০.৪০.১৪৬.১৭- ৩০৮৮

তারিখ: ২৪/০২/১৪২৭ / ২৮/৩/২০২১

সদয় অবগতি জন্য অনুলিপি প্রদান করা হলো:

১। যুগ্মসচিব, অগ্নি অনুবিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা, [মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য]।
২। পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)/ (অপারেশন ও মেইনটেনেন্স)/ (পরিকল্পনা, উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ) (প্রকল্প-২৫, সংশোধিত-৪৬)/(প্রকল্প-১৫৬)/ (সেফার প্রকল্প)/ (ডুবুরি ইউনিট সম্প্রসারণ প্রকল্প)/ (১১ মডার্ন প্রকল্প), ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, ঢাকা।
৩। উপপরিচালক (অপারেশন ও মেইনটেনেন্স)/(উন্নয়ন)/(পরিকল্পনা কোষ)/(অ্যাম্বুলেন্স), ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, ঢাকা।
৪। উপপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স ----------বিভাগ,---------- (সকল)।
৫। অধ্যক্ষ, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স ট্রেনিং কমপ্লেক্স, মিরপুর, ঢাকা।
৬। সহকারী পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)/ (ওয়্যারহাউজ ও ফায়ার প্রিভেনশন)/ (ক্রয় ও ষ্টোর)/ (অপারেশন)/ (উন্নয়ন)/ (প্রশিক্ষণ)/(পরিকল্পনা কোষ), ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, ঢাকা।
৭। সহকারী পরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, ঢাকা।

, সিনিয়র স্টাফ অফিসার, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, ঢাকা, [মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য]।
৯। উপসহকারী পরিচালক (রিফর্ম সেল), ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, ঢাকা।
১০। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ফায়ার সেফটি সেল), ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, ঢাকা।
১১। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আইসিটি সেল, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, ঢাকা, (ওয়েবসাইটে আপলোডের জন্য)।

শামীম আহমান চৌধুরী
উপপরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)